EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

আমেরিকান সুপারস্পেশালটি হসপিটালে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির বক্তব্য
৯ই জুলাই, ২০০৯

শুভ অপরাহ্ন।

আমেরিকান সুপারস্পেশালটি হসপিটাল পরিদর্শনে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আজ এই হাসপাতাল পরিদর্শন করে আমি আনন্দিত কারণ এটি যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্পর্কের বহু ইতিবাচক বিষয়ের অন্যতম দৃষ্টান্ত। এই হাসপাতাল যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে ব্যবসা করার অঙ্গীকারের একটি বহিঃপ্রকাশ এবং বাংলাদেশে উঁচু মানের স্বাস্থ্যসেবার একটি দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি এটি মাতৃভূমির উন্নয়নের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের অঙ্গীকারের একটি প্রতীক।

আমি এসব অঙ্গীকার সম্পর্কে আরো একটু বিস্তারিত বলছি। প্রথমটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের অঙ্গীকার। এই হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী হচ্ছে 'আমেরিকান হসপিটাল কনসোর্টিয়াম' এবং তারাই এটি পরিচালনা করে। এই সংস্থাটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের একদল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের সমন্বয়ে গঠিত যারা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে লক্ষ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করেছে। এসব বিনিয়োগকারীরা ২০০৫ সাল থেকে এই হাসপাতালের আধুনিকায়ন ও এর দুয়ার জনসাধারণের কাছে উন্মোচনে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তাদের অন্যতম ডা: হাবিবুল্লাহ আজ আমার সঙ্গে এখানে আছেন। এই প্রকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীরা এই হাসপাতাল সম্প্রসারণে আরো লক্ষ লক্ষ ডলার বিনিয়োগে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, আমেরিকান সুপারস্পেশালটি হসপিটাল বাংলাদেশে উঁচুমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই হাসপাতালে বিনিয়োগকারী চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা পেশাদাররাও তাদের চিকিৎসা দক্ষতা দিয়ে এই প্রচেষ্টায় অবদান রাখছেন। তারা হাসপাতালে কাজ করার পাশাপাশি তাদের সহকর্মীদেরকে স্বাস্থ্যসেবায় সর্বশেষ গতিবিধি নিয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ উদ্ভাবন সম্পর্কিত লব্ধ জ্ঞান

এনে তারা এখানকার রুগীদের সেবা করছেন। আর তারা এই জ্ঞান নার্সসহ বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের স্বাস্থ্যসেবাকর্মী যাদেরকে বাংলাদেশে খুবই প্রয়োজন তাদের সঙ্গে বিনিময় করবেন বলে আশা করছেন।

পরিশেষে, এই হাসপাতাল মাতৃভূমির উন্নয়নের প্রতি প্রবাসী বাংলাদেশিদের অঙ্গীকারের একটি প্রতীক। এই প্রচেষ্টায় অবদান রাখছেন সেসব বিনিয়োগকারী ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ অনেকেই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এসব বাংলাদেশীরা তাদের স্বদেশের কাছে কিছুটা ঋণ পরিশোধের আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশে জীবনমানের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তারা তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সম্পদ এখানকার মানুষের সঙ্গে বিনিময় করতে চায়।

আমেরিকান সুপারস্পেশালটি হসপিটালে বিনিয়োগকারী ও বিজ্ঞানীরা কি করছেন তা দেখার এটি একটি সুযোগ। এই প্রচেষ্টা ও এর নেপথ্যের মানুষগুলো বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ স্বরূপ। আমি আমেরিকান সুপারস্পেশালটি হসপিটালের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ দেখার প্রতীক্ষায় রইলাম। এছাড়া এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে নতুন নতুন প্রচেষ্টার আগমন দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

আজ আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমি এখন আপনাদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।

==========

**বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*

জিআর/২০০৯